শামীমের ওপর গুলিবর্ষণ

এক ঢিলে অনেক পাখি

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

একেক গোয়েন্দা সংস্থা বলছে একেক কথা– সব মিলিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীমের ওপর গুলিবর্ষণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা রহস্য। এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারীকে তা নিয়ে বিডি পুলিশের তদন্তে ও র‍্যাবের তদন্তে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

কমপক্ষে তিন ধরনের ভাষ্য পাওয়া গেছে এ গুলিবর্ষণের ঘটনার পর। শামীমের পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগের গ্রুপিংকে দায়ী করা হয়। কিন্তু র‍্যাব, ডিবির তদন্তে প্রথমে ৩৯ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মনির ও নূরে আলম সিদ্দিকী ওরফে নূরাকে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে নাম আসে নাজমুল হক মিঠুর। সবশেষে বলা হচ্ছে, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাবেক ভিসি ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. হান্নান ফিরোজের নাম। ডিবি তাকে এ কারণে আটক করেছে। ৮ দিন রিমান্ড শেষে এখন তিনি কারাগারে রয়েছেন।

ফিরে দেখা : গত ১৯ জুন শামীম ধানমণ্ডির নিজ বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ইবনেসিনা হাসপাতালের সামনে দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হন। গুলিতে আহত হওয়ার পর বাসায় গিয়ে তারপর তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যালে ভর্তি হন। সেখান থেকে চলে যান ঢাকা মেডিক্যালে। পরে আবার যান সিএমএইচএ। পরের দিন তার চাচা নাসির উদ্দিন বাদী হয়ে ধানমণ্ডি থানায় একটি মামলা করেন। যাতে সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় সোহাগ ছৈয়ালকে। সোহাগ স্থানীয় যুবলীগ নেতা। তার ভাই আলতাফ ছৈয়াল ২০১৪ সালে উপজেলা নির্বাচনে শরীয়তপুরের নড়িয়া থানা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। ওই নির্বাচনে শামীম প্রধান নির্বাচনী পরিচালক ছিলেন। জানা গেছে, এ রকম দায়িত্বে থাকার পরও আলতাফ ছৈয়ালকে পরাজিত করতে শামীম নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন। নির্বাচনে জয়ী হন অতিরিক্ত আইজিপি শহীদুল হকের ভাই ইসমাইল হক। এ ঘটনায় শামীম বিতর্কিত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া স্থানীয় সাংসদ কর্নেল (অব.) শওকত আলীর সঙ্গেও গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে পড়েন। এই রাজনৈতিক কোন্দলের জের ধরে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী আলফাত ছৈয়াল, ডা. খালেদ শওকত ও আনোয়ার হোসেনকে মামলায় জড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ তদন্তে এদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি। বরং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বের তথ্য বেরিয়ে আসে।

এক ঢিলে অনেক পাখি শিকার : শামীমের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার শিকার হচ্ছে অনেকেই। এ ঘটনাকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে শরীয়তপুর-২ আসন থেকে কর্নেল শওকতের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শামীম। কিন্তু শামীম মনোনয়ন পেতে তখন ব্যর্থ হন। বয়সের কারণে কর্নেল শওকতের আগামী নির্বাচনে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা নেই। এ জন্য তিনি তার পুত্র ডা. খালেদ শওকতকে নিয়ে এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন ও সন্তানকে পরিচিত করে তুলছেন। এ কাজে সহায়তা করছেন আলতাফ ছৈয়াল ও আনোয়ার হোসেন। মূলত এই সাংগঠনিক কারণে শামীমের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য হয়। যে কারণে গুলিবর্ষণের ঘটনার পর তাদের জড়িত করার চেষ্টা চালানো হয়। যার অংশ হিসেবে সোহাগ ছৈয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে শামীম ও কর্নেল শওকতের দ্বন্দ্ব কাজে লাগাচ্ছেন এক প্রভাবশালী পুলিশ কর্মকর্তা। তিনিও আগামীতে ওই আসন থেকে নির্বাচন করতে চাইছেন। এ জন্য শামীম-শওকত দ্বন্দ্বের আগুনে তিনি পরিকল্পিতভাবে ঘি ঢালছেন। দুই নেতা যত দ্বন্দ্বে জড়াবে, বিতর্কিত হবে ততই ভাগ্যের শিঁকা ছিড়ে পুলিশ কর্মকর্তার অনুকূলে আসবে।

জানা গেছে, শামীমের সঙ্গে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল শিকদার গ্রুপের জয়নুল হক শিকদারের। ২০০৭ সালের ওয়ান ইলেভেনে শামীম ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের এবং শিকদার মেডিক্যালের পরিচালক পদ থেকে সরে যান। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালক থাকা অবস্থায় চট্টগ্রামের নূর জাহান গ্রুপ ব্যাংক থেকে ৮০ কোটি টাকা ঋণ নেয়। শামীম পরিচালক পদ ছেড়ে দিলেও ওই ঋণের দায় থেকে যায় তার ওপরে। নূরজাহান গ্রুপ যে জমি বন্ধক রেখে এ ঋণ নিয়েছে সেই জমির ওপর সম্প্রতি শামীম গড়ে তুলেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পোর্টসিটি ইন্টারন্যাশনাল। সম্প্রতি এ রকম একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্যাংকের দায় পরিশোধের জন্য ওই জায়গা দখলে নিতে যাচ্ছেন জয়নুল হক শিকদার। এই গুজবের মধ্যেই শামীম গুলিবিদ্ধ হন। প্রথমে শামীমের ঘনিষ্ঠজনরা গুলির দায় শিকদার গ্রুপের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। তবে হাসপাতালে শিকদার সাহেব শামীমকে দেখতে যাওয়ার পর পর আবার স্টামফোর্ড আলোচনায় উঠে আসে।

শামীমের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার শিকার হচ্ছে অনেকেই। এ ঘটনাকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে শরীয়তপুর-২ আসন থেকে কর্নেল শওকতের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শামীম। কিন্তু শামীম মনোনয়ন পেতে তখন ব্যর্থ হন

গুলির বিনিময়ে স্টামফোর্ড : স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এনামুল হক শামীম ও হান্নান ফিরোজের সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরে শীতল হয়ে উঠেছিল। ক্যাম্পাস দখল, টাকা ভাগাভাগি, সার্টিফিকেট বিক্রি নিয়ে চলছিল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে পরিণত হয়। দ্বন্দ্ব যখন চরমে তখনই শামীম গুলিবিদ্ধ হন।

ইউজিসি সূত্রে জানা যায়, স্টামফোর্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৩। এর মধ্যে হান্নান ফিরোজের স্ত্রী ও কন্যাসহ এ বোর্ডে রয়েছে ৯ জন সদস্য। আর এনামুল হক শামীম আর তার স্ত্রী ও বোনসহ তার পরিবারের সদস্য রয়েছে ৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে ২ ক্যাম্পাস। একটি ধানমণ্ডিতে, অপরটি সিদ্ধেশ্বরীতে। এছাড়া একাধিক শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসের কর্তৃত্ব চাইছিলেন শামীম। কিন্তু সেটি কোনোভাবেই ছাড়তে রাজি হননি হান্নান ফিরোজ। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে অনৈতিকতার আশ্রয় নেন দুজনেই। যেমন, উভয়েই বিধি বহির্ভূতভাবে প্রতিমাসে আড়াই লাখ টাকা করে বেতন নিতেন, অথচ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী ট্রাস্টি সদস্যরা কোনো বেতন নিতে পারবেন না। তবে সভা-সেমিনারে অংশ নিলে একটি আর্থিক সুবিধা পাবেন। ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী সেটা ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। কিন্তু উভয় পরিবারের সদস্যরাই এখান থেকে বেতন হিসেবে পেতেন অন্তত আড়াই লাখ টাকা। মূল অর্থের ভাগবাটোয়ারা থেকে তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। হান্নান ফিরোজ গ্রেফতার হওয়ার পর দুই ক্যাম্পাস দখল করার কাজে এগিয়ে রয়েছেন শামীম।

গুলি নিয়ে প্রশ্ন : কিন্তু এই গুলিবিদ্ধ হওয়ার কাহিনী কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে না। শামীম বা হান্নান ফিরোজ কারো অতীতই ভালো নয়। তাদের অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে 'গুলি কাহিনী' বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে না। আলোচনা চলছে এটি সাজানো ঘটনা না অন্য কিছু। একটি চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে সাধারণ ছিঁচকে সন্ত্রাসীর পক্ষে গুলিবর্ষণ করে টার্গেট করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শামীম গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রথমে বাংলাদেশ মেডিক্যাল, পরে ঢাকা মেডিক্যাল, সব শেষে আবার সিএমএইচএ ভর্তি হলেন কেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকের ধারণা, এর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে চাইছেন। তাকে হাসপাতালে দেখতে যাননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমনকি কোনো বিবৃতিও দেননি। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি না দেয়ায়ও নানা রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। গুলির ঘটনায় শামীমের গাড়ি আলমত হিসেবে জব্দ করা হয়নি। তার ড্রাইভার কামাল ছিল ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাকেও পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। ফলে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মামলা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হান্নান ফিরোজের স্ত্রী ফাতিনাজ ফিরোজ বলেন, শামীমের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব নেই। তার হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় কেন হান্নান ফিরোজকে জড়ানো হলো তা বোধগম্য নয়। তবে এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। তার কন্যা ফারাহ নাজ ফিরোজ বলেন, পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি দখল করার জন্য এ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

অন্যদিকে এনামুল হক শামীম বলেন, আমরা কাউকে আসামি করিনি। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে এটা করছে। তবে আমি এ মামলার সুষ্ঠু বিচার চাই। ■

পরিবেশ বান্ধব অভিজাত ফ্ল্যাট

গেন্ডারিয়া ■
বাড্ডা ■
উত্তরা ■
খিলগাঁও ■
শ্যামলী ■
শেওড়াপাড়া ■
বাইতুল আমান হাউজিং ■
মিরপুর ■
কাকরাইল ■
স্বামীবাগ ■
মালিবাগ ■
(কমার্শিয়াল) উত্তরা ■

উদ্ভাসিত আগামীতে আপনার আস্থা

সফলতার... ২০ বছর
বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ গগন শিরিষ, (৩য় ও ৪র্থ তলা), ৭৬ ও ৭৬/১, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ +৮৮০-২-৮১৫৯১০৪, +৮৮০-২-৮১৫৯৮৮৮, +৮৮-০১৯১২৭৮৬৫৩০
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-২-৯১৩৭৪৫৩, ই-মেইল ঃ sales@buildingforfutureltd.com
www.buildingforfutureltd.com

হট লাইন : +৮৮-০১৭৭৬৪৬৩০০৭, +৮৮-০১৫৫২৪১৪৩০৩

munsur007/shp00/may14